

## বিশ্বকাপ ফুটবল ও বুয়েট

প্রদীপ দেব

১

শুরু হচ্ছে ফুটবলের আরেকটি বিশ্বকাপের আসর। সারা পৃথিবী এরজন্য অপেক্ষা করে আছে বললে আসলে কিছুটা বাড়াবাড়ি করা হয়ে যায়। কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা উন্মাদনা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুমাত্র বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানো পৃথিবীর কোন দেশেই ঘটেনা, একমাত্র ব্যতিক্রম আমাদের বাংলাদেশ। বিশ্বকাপ শুরু হলেই দেখা যাবে সরকারী অফিস গুলোর কাজ টিলেটলা হতে শুরু করেছে, বাড়ির ছাদে উড়ছে অন্যদেশের পতাকা।

২

বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে বুয়েট বন্ধ হয়ে গেছে ৪৭ দিনের জন্য। প্রতি বিশ্বকাপে লম্বা ছুটি আদায় করে নেয়াটা বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেশান জটে তাঁদের কিছু যায় আসে না। শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হলেও কোন ক্ষতি নেই। কেবল অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে যদি পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে গিয়ে কোন একটি খেলা মিস হয়ে যায়। সুতরাং পরীক্ষা দেবো না, কাউকে দিতেও দেবো না। ইউনিভার্সিটি বন্ধ। আচ্ছা, বুয়েটের সব ছাত্রছাত্রীই কি একমত এই দাবীর সাথে?

কত সহজেই এ দাবী মেনে নিলেন বুয়েট কর্তৃপক্ষ। বুয়েটে বন্ধের দাবীতে বিরাট আন্দোলন হয়েছে বলে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর চোখে পড়েনি। অথচ বুয়েটে ছাত্র-শুভার গুলিতে নিহত সনি'র নামে ছাত্রীহলের নামকরণের দাবীতে বিশাল আন্দোলন হলেও কর্তৃপক্ষ তা মেনে নেননি।

বুয়েটে যারা পড়াশোনা করার সুযোগ পান - তাঁরা বাংলাদেশের খুব মেধাবী ছাত্রছাত্রী। তাঁরা যা করেন - নিশ্চয় ভেবেচিন্তে করেন। সারাদেশে আরো অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সেখানে যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদেরও তো খেলা দেখার অধিকার বুয়েটের শিক্ষার্থীদের মতোই আছে - তাই না? এখন তাঁরাও যদি পরীক্ষা পেছানোর দাবী তোলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার দাবী তোলেন - জানি না কী হবে।

৩

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র স্কুল পর্যায়েরই নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষ যথাসময়ে শুরু এবং শেষ হয়। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাও মোটামুটি যথাসময়ে সম্পন্ন হয়। তারপরই শুরু হয় বিড়ম্বনা। পৃথিবীর সবদেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই নির্দিষ্ট সময়ে সেমিস্টার শুরু হয়, শেষ হয়। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চলে শিক্ষাক্রম। বিরাট ধরণের অঘটন না ঘটলে কোন সিডিউলই মিস হয়না। সেক্ষেত্রে - কেউ কি বলতে পারেন - বাংলাদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর একাডেমিক সেশান কখন শুরু হয়? আমার নিজের শিক্ষাজীবনের কথাই ধরা যাক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছিলো ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৮ সালে আমাদের অনার্স পাস করার কথা। পরীক্ষা হলো ১৯৯০ সালে। ১৯৮৯ সালে মাস্টার্স পরীক্ষা হয়ে যাবার কথা। অথচ মাস্টার্সের ক্লাস শুরু হলো ১৯৯১ সালে। পরীক্ষা শেষ হতে হতে ১৯৯৩ সালের জুলাই শেষ। অনার্স মাস্টার্সের সার্টিফিকেটে লেখা আছে যথাক্রমে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের পরীক্ষায় পাসের কথা। পরীক্ষা যে তিনবছর পরে হলো - সে তিনবছরের হিসেব কিন্তু কোথাও লেখা নেই। বর্তমানে কি সেশানজট কমেছে? বুয়েটে কি সেশান জট নেই?

৪

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ভবিষ্যতমুখী, আধুনিক বাস্তবসম্মত কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে বলে মনে হয়না। একমুখী শিক্ষার নামে একটা প্রহসন করা হলো হাজার কোটি টাকা অপচয়ে। সেই একমুখী রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে প্রবল আন্দোলনের ফলে। এখন দরকার শিক্ষাজীবন থেকে সময়ের অপচয় রোধ করা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সেশান যেমন জানুয়ারি মাসে শুরু হয়, নভেম্বরে শেষ হয়। ডিসেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার রেজালট হয়ে যায়। সেরকম সকল পর্যায়ের শিক্ষাবর্ষই জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত হওয়া উচিত। এস এস সি পরীক্ষাও হয়ে যাওয়া উচিত নভেম্বরের মধ্যে। ডিসেম্বরে রেজালট হবে। জানুয়ারি থেকে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক ক্লাস। পরীক্ষা হবে নভেম্বরে। ডিসেম্বরে রেজালট হবে। জানুয়ারিতে শুরু হবে ইউনিভার্সিটির ক্লাস। পাবলিক পরীক্ষায় নকল-প্রতিরোধ করাটা এক সময় অসাধ্য একটি ব্যাপার ছিলো। এখন পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেশানজটও রোধ করা সম্ভব হবে যদি উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ পদক্ষেপ নেয়াটা কি জরুরি নয়?

৫

বুয়েটের শিক্ষার্থীরা যেখানে বসে টিভিতে খেলা দেখবেন, সেখানে খেলা চলাকালীন লোডশেডিং না হবার নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে তো?

---

২ জুন, ২০০৬

ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।